দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...12-AUG 2008...
পৃঃ ১ কলাম ৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র জারি

জনবল কাঠামোর বাইরে প্রধান শিক্ষক ও সহ: প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে

তালুকদার হারুন

এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুলসমূহে জনবল কাঠামোর বাইরে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জনবল কাঠামোর নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক এমপিওভুক্ত থাকায় প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। গতকাল (সোমবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করা হয়েছে। জানা গেছে, ১৯৯৫ সালের ২৪ জানুয়ারী জারিকৃত বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জনবল সম্পর্কিত নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে অনেক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসব শিক্ষকরা পরবর্তীতে এমপিওভুক্তও হয়েছেন। এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জনবল পৃঃ ১৮ ক ৪

জনবল কাঠামোর বাইরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক এমপিওভুক্ত থাকায় প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। আবার অনেকে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ পেয়েও এমপিওভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে পদটি জনবল কাঠামোর বাইরে রেখে পদ পূরণের জন্য কতিপয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে– যে সকল মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যমান জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষক এমপিওভুক্ত থাকায় প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না ওই সকল বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া যাবে। নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক বিধিমোতাবেক বেতন-ভাতার সরকারী অংশ প্রাপ্ত হবেন। জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষক এমপিওভুক্ত থাকলে সে ক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের মধ্যে যে কোন একজন এমপিওভুক্তির সুযোগ পাবেন। তবে প্রধান শিক্ষক যথানিয়মে নিয়োগকৃত থাকলে সে ক্ষেত্রে সহকারী প্রধান শিক্ষক কোন অবস্থাতেই এমপিওভুক্তির সুযোগ পাবেন না। কোন প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের দু'টি পদই শূন্য থাকলে প্রধান শিক্ষকের [illegible]

পরিপত্র অনুযায়ী জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষক এমপিওভুক্ত থাকার কারণে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী হিসেবে যথাযথভাবে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েও যারা বেতন-ভাতার সরকারী অংশ পাচ্ছেন না, তারা বিধি মোতাবেক বেতন ভাতার সরকারী অংশ পাবেন। নিয়োগ পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা না হলে কিংবা যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগ করা না হলে তারা বেতন ভাতার সরকারী অংশ পাবেন না। অপরদিকে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদটি জনবল কাঠামোর বাইরে রেখে নিয়োগ দেয়ার পর প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হলে শূন্য পদের বিপরীতে সংখ্যাগত প্রাপ্যতা বিবেচনায় এনে কোন অবস্থাতেই শূন্য পদে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না। যে সকল বিদ্যালয়ে বিদ্যমান জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষক এমপিওভুক্ত রয়েছেন, ওই বিদ্যালয় থেকে কোন শিক্ষকের অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যুবরণ, বরখাস্ত বা অন্য কারণে কোন পদ শূন্য হলে ওই পদ বিলুপ্ত হবে। জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রাপ্যতা না থাকলে ওই পদে নতুন করে কোন শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। পরিপত্রে আরো বলা হয়, এই সকল সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হলে এবং অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।